আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ: চর্চা, অবস্থান ও সমাজমনস্কতার পাঠ

সঞ্জীব রজক, গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবন্ধকতা হল একটি সমস্যা। সাধারণ ভাবে কোনো ব্যক্তি এক বা একাধিক অঙ্গ আংশিক বা সম্পূর্ণ কার্য ক্ষমতা হারালে ব্যক্তির ওই অবস্থাকে প্রতিবন্ধকতা বলা হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় প্রতিবন্ধকতার মাত্রা শতকরা ৪০ ভাগের বেশি হলে ওই ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী বলা হয়। প্রতিবন্ধকতার নানান ধরণগুলি হল - অস্থিগত, দৃষ্টিজনিত, শ্রবণজনিত, মানসিক ও বহুবিধ ইত্যাদি।

সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবন্ধকতার ধারণাও বদলেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রতিবন্ধকতা ছিল দেবতা বা ঈশ্বরের অভিশাপ। আধুনিক কালে বিজ্ঞানচর্চার দিনে প্রতিবন্ধকতাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি সমস্যা হিসেবে দেখা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে প্রতিবন্ধী চর্চার তাত্ত্বিকরা বিষয়টিকে একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্যা হিসেবে দেখার কথা বলেছেন। তাই একথা বলা যেতে পারে, প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি হল বহুমাত্রিক। এই গবেষণা সন্দর্ভে প্রতিবন্ধকতার বহুমাত্রিক বিচার-বিশ্লেষণের সাথে সাথে দৃষ্টিহীনতাকে আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট কালপর্বের বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীন চরিত্রের উপস্থাপন, তাদের সামাজিক ও সাহিত্যিক অবস্থান এবং লেখকদের সমাজমনস্কতা বিচার করা হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য আধুনিক বাংলা সাহিত্য হলেও প্রাচীনও মধ্যযুগের সাহিত্য পরম্পরা বিচার বিশ্লেষণ করলে বেশ কিছু প্রতিবন্ধী চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। রামায়ণের অন্ধকমুনি এবং মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র দৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধী। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে মনসা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীকতার শিকার। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আয়ান ঘোষ চরিত্রটি যৌন প্রতিবন্ধকতার নিদর্শন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী চরিত্রের দেখা পাওয়া যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' (১৮৭৭) উপন্যাসে রজনী দৃষ্টিহীনা। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসাহিত্যের

বিপুল ভাণ্ডারটি অনুসন্ধান করলে বেশ কিছু দৃষ্টিহীন চরিত্রের দেখা মেলে - সহজপাঠের কুঞ্জ ও কানাই। 'ফাল্গুনী' (১৯১৬) নাটকে অন্ধবাউল। 'দৃষ্টিদান' গল্পের কুমু, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। রবীন্দ্রোত্তর কালে প্রধান কথাসাহিত্য কারদের মধ্যে অনেকেই মাঝে মধ্যে দু'একটি এ জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সে প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আততায়ী' গল্পের কৃত্তিবাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তমসা' গল্পের পঙ্খে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'তৃতীয় নয়ন' উপন্যাসে দৃষ্টিহীন কবি মিহিরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে ২০১৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রাপ্ত দৃষ্টিহীন চরিত্রগুলির উপস্থাপন কৌশল এবং লেখকদের সমাজমনস্কতা এই গবেষণাসন্দর্ভে গুরুত্বের সাথে বিচার করা হয়েছে।

সুচকশব্দ: আধুনিক বাংলা সাহিত্য, দৃষ্টিহীনতা, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, প্রতিবন্ধকতা